চিরনিদ্রায় কবি...

গত কিছুদিন হাসপাতালের শয্যায় শুয়ে মৃত্যুর সাথে লড়ে অবশেষে ক্লান্ত কবি চিরতরে ঘুমিয়ে পরেছেন। সেই সাথে সমাপ্ত হয়েছে বাংলাদেশের ইতিহাসের এক অধ্যায়।

মানবতার কবি, মানবিকতার কবি শামসুর রাহমান। পঞ্চাশের দশক থেকে শুরু হয়েছিল কবির পথচলা। প্রথম কাব্যগন্থ 'প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে' প্রকাশেই চমকে উঠেছিল কাব্যপ্রেমী বাঙ্গালী। তারপর দীর্ঘ এত গুলো বছর তিনি লিখে চলেছেন একের পর এক অসংখ্য কবিতা। যিনি লিখেছিলেন 'এক দিন বেচে থাকলেও লিখব... এক দশক বেচে থাকলেও লিখব'।
আক্ষরিক অর্থেই ছিল তার কবিতার সাথে বসবাস। লিখেছেন অসাধারণ গদ্যও।
করেছেন অনুবাদ। ছিলেন সাংবাদিক। মর্নিং সান দিয়ে শুরু করে দৈনিক বাংলা দিয়ে শেষ হয় তাঁর সম্পাদক জীবন। যদিও দৈনিক বাংলা ছিল সরকারী মালিকানাধীন পত্রিকা - ত থাপি তিনি সম্পাদক হিসেবে নিজেকে এক আলাদা উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন। রেখেছিলেন সাহসের সাক্ষর। মুক্তিযুদ্ধকালীন লিখা *বন্দি শিবির থেকে* বাংলার মুক্তি পাগল মানুষকে যুগিয়েছিল অসীম সাহস আর প্রেরণা।
স্বৈরাচার এরশাদের আমলে যিনি লিখেছিলেন *অদ্ভুত উঠের পিঠে চলেছে স্বদেশ।*
রাজনৈতিক সচেতন কবি বাংগালীর আন্দোলন সংগ্রামের প্রতিটি প্রধান বাঁকে ছিলেন তাঁর উজ্জ্বল উপস্থিতির আলো ছড়িয়ে। বাংলাদেশের জনগণ প্রতিটি অধিকার আদায়ের আন্দোলনে কবির কাছে পেয়েছে সাহস, পেয়েছে অন্যরকম এক মানসিক শক্তি। কি মৌলবাদ বিরোধী ভুমিকায়, কি স্বৈরাচার পতনের আন্দোলনে তিনি ছিলেন উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো।

বিশাল বটবৃক্ষের মত ছায়া দিয়ে রেখেছিলেন দীর্ঘদিন ধরে তিনি বাংলার মানুষকে। '*স্বাধীনতা তুমি*' অথবা 'তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা'*র* কবি চিরঞ্জীব হয়ে থাকবেন বাঙ্গালী ও বাংলাদেশ যতদিন টিকে থাকবে ততদিন। হারানোর বেদনায় ব্যথিত আজ আমরা । কবির পরিবারের প্রতি জানাচ্ছি গভীর সহানুভুতি।

নন্দিনী হোসেন

সম্পাদক, সাতরং